'মুক্ত-মনা' কি? (What Is A Freethinker?)

মুক্ত-মনা শব্দটি ইংরেজী 'ফ্রি থিঙ্কার' শব্দটির আভিধানিক বাংলা।

১. free-think-er n. A person who forms opinions about religion on the basis of reason, independently of tradition, authority, or established belief. Freethinkers include atheists, agnostics and rationalists.
(http://www.ffrf.org/nontracts/freethinker.html)

২. freethinker n. One who has rejected authority and dogma, especially in his religious thinking, in favor of rational inquiry and speculation. -The American Heritage Dictionary

কাজেই কোন ব্যক্তি বাইবেল, কোরান বা বেদকে অন্ধভাবে অনুকরণ করে, বা নবী-রসুল-পয়গম্বর-মেস্যাইয়্যাতে বিশ্বাস করে নিজেকে 'ফ্রি থিঙ্কার' বা মুক্ত-মনা বলে দাবী করতে পারেন না। এ অনেকটা 'কাঠালের আমসত্ত্বের' মতই অবাস্তব। মুক্ত মনাদের আস্থা তাই বিশ্বাসে নয়, বরং যুক্তিতে।

আরও জানার জন্য পড়ুনঃ
http://www.mukto-mona.com/Articles/mukto_mona_definition.htm

মুক্ত-মনাদের কি নৈতিকতার কোন ভিত্তি আছে? (Do freethinkers have a basis for morality?)

'নৈতিকতা' ব্যাপারটিকে মুক্ত-মনারা কোন গায়েবী-বস্তু বলে মনে করে না। নৈতিকতার বিষয়টি মুলতঃ সমাজ হতেই উদ্ভুত। সমাজে চারিদিকে চোখ রাখলেই দেখা যাবে, বহু নাস্তিক, ধর্মে-অবিশ্বাসী মানুষজন আছেন যারা অন্য সবার মতই রাষ্ট্রের আইন-কানুন মেনে চলেন, এবং ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে কেউ স্নেহময়ী মাতা অথবা কেউ দায়িত্ববান পিতা। অন্য মানুষের দুঃখ দেখে তারাও কাতর হন, দুস্থ মানুষের সেবায় তারাও অন্য সবার মতই এগিয়ে আসেন। কাজেই ধর্ম কোনভাবেই নৈতিকতার 'মনোপলি ব্যবসা' দাবী করতে পারে না। আসলে সামাজিক গবেষণায় দেখা গেছে, কোন বিশেষ ধর্মের আনুগত্যের উপর কিন্তু মানুষের নৈতিক চরিত্র-গঠন নির্ভর করে না, নির্ভর করে একটি দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট আর সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপর।

অধিকাংশ আস্তিকেরাই 'ধর্ম' এবং 'নৈতিকতা'কে এক করে ফেলেন। ভাবেন ধর্মে আনুগত্য না থাকলে বা ঈশ্বরের ভয় না থাকেল সমাজ বুঝি উচ্ছন্নে যাবে। কিন্তু ঈশ্বরের ভয় দেখিয়েই যদি মানুষ-জনকে পাপ থেকে বিরত রাখা যেত, তা হলে আর রাষ্ট্রে পুলিশ-দারোগা, আইনকানুন, কোর্ট-কাচারি কোন কিছুর ই তো আর প্রয়োজন হত না। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি ১৯৮৮ সালে ভারতের জেলখানায় দাগী আসামীদের মধ্যে একটি জরিপ চালিয়েছিল। জরিপের যে ফলাফল পাওয়া গিয়েছিল, তা ছিল অবাক করার মত। আসামীদের শতকরা ১০০ জনই ঈশ্বর এবং কোন না কোন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাসী । আজ বাংলাদেশে জরিপ চালালেও একই ধরনের ফলাফল পাওয়া যাবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস, পরকালে বিশ্বাস, বেহেস্তের লোভ বা দোজখের ভয় কোনটাই কিন্তু অপরাধীদের অপরাধ থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারেনি। আল্লাহর গুনার ভয়েই যদি মানুষ পাপ থেকে, দুর্নীতি থেকে মুক্ত হতে পারত, তবে তো বাংলাদেশ এতদিনে আক্ষরিক অর্থেই বেহেস্তে পরিনত হত। কিন্তু বাংলাদেশের দিকে তাকালে আমরা আজ কী দেখছি? বাংলাদেশে শতকরা ৯৯ জন লোকই আল্লা-খোদা আর পরকালে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও দুর্নীতিতে এই দেশটিই আজ পৃথিবীর শীর্ষে। ধর্মে বিশ্বাস কিন্তু দেশবাসীকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে পারেনি। তাই আবারও ঠিক একই কথার উল্লেখ করতে হচ্ছে, ধর্ম কোনভাবেই নৈতিকতার 'মনোপলি ব্যবসা' দাবী করতে পারে না।

নাস্তিক বা মুক্তমনারা কি ধার্মিকদের থেকে কম নৈতিক? এটা নির্ভর করছে 'নৈতিকতা' বলতে আসলে ঠিক কি বোঝানো হচ্ছে। যদি বিধাতার প্রতি বা ধর্মীয় আইন কানুনের প্রতি অন্ধ আনুগত্য কে 'নৈতিকতা' হিসেবে জাহির করার চেষ্টা করা হয়, তবে তো মুক্ত-মনারা অবশ্যই 'অনৈতিক'। তবে সাধারণভাবে কেউ যখন নৈতিকতার কথা বলেন তিনি মুলতঃ মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে ন্যায়-অন্যায়ের কথাই মুলতঃ বলতে চান। আর সে হিসেবে মুক্ত-মনারা মোটেও অনৈতিক নন। অন্ততঃ গবেষনায় কিন্তু তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। অধিকাংশ মুক্ত-মনারাই মুলতঃ মানবতাবাদী। অধিকাংশ মুক্ত-মনারা ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করেছেন, ধর্মের মধ্যে বিরাজমান নিষ্ঠুরতা আর অমানবিকতা উপলব্ধি করেই। তাই চুরি-দাকাতি-খুন-ধর্ষনের মত সামাজিক অপরাধকে অপরাধ বলেই গন্য করেন তারা।

]

আরও জানার জন্য পড়ুনঃ

ধর্মই কি নৈতিকতার উৎস?
নৈতিকতা কি শুধুই বেহেস্তে যাওয়ার পাসপোর্ট?

মুক্ত-মনাদের কাছে জীবনের উদ্দেশ্য কি? (Do freethinkers have meaning in life?)

মুক্ত মনারা জীবনের উদ্দেশ্য ধর্মগ্রন্থের পাতায় বা অলীক ঈশ্বরের উপাসনায় খোঁজেন না, খোঁজেন সমাজে। কে কি ভাবে জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে নিবে তা তার ব্যক্তি সত্ত্বার উপর নির্ভর করছে। যে কোন কিছুই তাদের কাছে একটি উদ্দেশ্য নিয়ে আসতে পারে, তবে তা সীমাবদ্ধ থাকতে হবে মানবিক নৈতিকতার মধ্যেই। দেখা গেছে বহু মুক্তমনাই জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পান জ্ঞান আহরণে, সমাজ উন্নয়নে, মানবিকতার প্রসারে, কুসংস্কার দূরীকরনে, সাহিত্য বা কাব্য চর্চায়, সঙ্গীতে, আনন্দে, ভালবাসায় কিংবা খেলাধুলায়।

অবশ্য এটাও সত্য অনেক মুক্তমনাই পাশাপাশি ধর্মীয় এবং সামাজিক অসঙ্গতি এবং আত্যাচার এবং অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী। তারা এটা করেন সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই। ধর্মের মোহ থেকে মানুষকে মুক্ত করেতে চান ধর্মকে বিষবৃক্ষ মনে করেন বলেই।

আরও জানার জন্য পড়ুনঃ

How to attain Nirvana in your lifetime? By Dr. Jaffor Ullah

সবকিছুরই তো একটা সৃষ্টিকর্তা আছে, তাই না? আমাদের এই জটিল বিশ্ব কি স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্ট হওয়া সম্ভব? (Doesn't the complexity of Universe require a creator?)

কোন কিছুই যদি স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হতে না পারে, তবে স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, ঈশ্বরকে বানালোই বা কে? কোথা থেকেই বা তিনি এলেন? বিশ্বাসীরা সাধারণতঃ এই ধরনের প্রশ্নের হাত থেকে রেহাই পেতে সোচ্চারে ঘোষনা করেন যে, ঈশ্বর সয়ম্ভু। তার তার উদ্ভবের কোন কারণও নেই। তিনি অনাদি- অসীম। এখন এটি শুনলে অবিশ্বাসীরা/যুক্তিবাদীরা স্বভাবতই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে চাইবেন, 'ঈশ্বর যে সয়ম্ভু তা আপনি জানলেন কি করে? কে আপনাকে জানালো? কেউ জানিয়ে থাকলে তার জানাটিই যে সঠিক তারই বা প্রমাণ কি? আর যে যুক্তিতে ঈশ্বর সয়ম্ভু বলে ভাবছেন, সেই একই যুক্তিতে বিশ্বব্রমান্ডেরও সৃষ্টি স্রষ্টা ছাড়া এটি ভাবতে অসুবিধা কোথায়?'

আসলে মুক্ত-মনারা মনে করেন এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে কোন পরম পুরুষের হাতের ছোঁয়ায় নয়, বরং নিতান্তই প্রাকৃতিক নিয়মে। সব কিছুর পেছনে সৃষ্টিকর্তা থাকতে হবে, কিংবা সব ঘটনার পেছনেই কারণ থাকতে হবে, এটি স্বতঃ সিদ্ধ বলে ভাবে নেওয়ার আসলেই কোন যৌক্তিক কারণ নেই। আকাশে যখন 'সন্ধ্যার

মেঘমালা' খেলা করে, কিংবা একপশলা বৃষ্টির পর পশ্চিম আকাশে উদয় হয় রংধনুর, আমরা সত্যই মুগ্ধ হই, বিস্মিত হই। কিন্তু আমরা এও জানি এগুলো তৈরী হয়েছে স্রষ্টা ছাড়াই পদার্থবিজ্ঞানের কিছু সূত্রাবলী অনুসরণ করে। এছাড়া পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে যারা গবেষণা করেন তারা সকলেই জানেন, রেডিও অ্যাকটিভ ডিকের মাধ্যমে আলফা বিটা, গামা কনিকার উদ্ভব হয় প্রকৃতিতে কোন কারণ ছাড়াই, স্বতঃস্ফুর্তভাবে। এছাড়াও 'ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশন' এর ঘটনাও একটি কারণবিহীন ঘটনা বলে পদার্থবিজ্ঞানের জগতে অনেক আগে থেকেই স্বীকৃত।

অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন যে, ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে শুন্য থেকে স্বতস্ফুর্তভাবে বিশ্বজগৎ তৈরী হওয়া কোন অসম্ভব বা অলৌকিক ব্যাপার নয়। এবং এভাবে বিশ্বজগৎ তৈরী হলে তা পদার্থবিজ্ঞানের কোন সূত্রকেই আসলে অস্বীকার করা হয় না। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসরণ করে শূন্য অবস্থা থেকে যে বিশ্বজগৎ তৈরী হতে পারে- এ ধারণাটি প্রথম ব্যক্ত করেছিলেন নিউইয়র্ক সিটি ইউনিভার্সিটির এডয়ার্ড ট্রায়ন, ১৯৭৩ সালে। ১৯৮১ সালে মহাজাগতিক স্ফীতি তত্ত্বের (cosmic inflation) আবির্ভাবের পর থেকেই বহু তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী প্রাথমিক কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে মহাজাগতিক স্ফীতিকে সমন্বিত করে তাদের মডেল বা প্রতিরূপ নির্মাণ করেছেন। বহু বৈজ্ঞানিক জার্নালে সেগুলো প্রকাশিতও হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে এখানে কিছু পেপারের উল্লেখ করা যেতে পারে :David Atkatz and Heinz Pagels, "Origin of universe as Quantum Tunneling effect" Physical review D25 (1982): 2065-73; S.W. Hawking and I.G.Moss "Supercolled Phase Transitions in the very early Universe", Physics letters B110(1982):35-38; Alexander Vilenkin, "Creation of Universe from Nothing" Physics letters 117B (1982) 25-28, Andre Linde, "Quantum creation of the inflamatory Universe," Letter Al Nuovo Cimento 39(1984): 401-405 ইত্যাদি। প্রাকৃতিক নিয়মে স্বতঃ স্ফুর্তভাবে শূন্য থেকে মহাবিশ্বের উদ্ভবের ধারণাটি যদি স্রেফ 'ননসেন্স'ই হত, তবে বৈজ্ঞানিক জার্ণালগুলোতে এই ধারণার উপর আলোকপাত করা পেপারগুলো সাম্প্রতিক সময়ে কখনই প্রকাশিত হত না।

মুক্ত-মনারা মনে করেন, মহাবিশ্বের জটিলতা ব্যাখ্যার জন্য দরকার নিরপেক্ষ ভাবে 'বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান', ঈশ্বরে বিশ্বাস নয়।

আরো পড়ুন :
ঈশ্বরের অস্তিত্বঃ সৃষ্টির যুক্তিকে খন্ডন
আলো হাতে চলিয়াছে আধারের যাত্রী (৭ম পর্ব)
ডারুইনিজমের আতঙ্ক

মুক্ত-মনারা কেন ধর্ম বিরোধী? (Why are freethinkers opposed to religion?)

মুক্ত-মনারা ধর্ম-বিরোধী কারণ তারা মনে করে ধর্ম জিনিসটা পুরোটাই মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। মুক্ত-মনারা সর্বদা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আস্থাশীল, আজন্ম লালিত কুসংস্কারে নয়। কুসংস্কারের কাছে আত্ম সমর্পন আসলে নিজের সাথে প্রতারণা বই কিছু নয়। তবে মুক্ত-মনাদের ধর্ম-বিরোধী হওয়ার একটা বড় কারণ হল, ধর্ম গুলোর মধ্যে বিরাজমান নিষ্ঠুরতা। ধর্মগ্রন্থের মধ্যে কিছু বানী আছে যেগুলো শুধু নিষ্ঠুরই নয়, রীতিমত কুৎসিত এবং অমানবিক। কোরাণের কথাই ধরা যাক। কোরাণ মুমিন ভক্তদের শেখাচ্ছে যেখানেই অবিশ্বাসীদের পাওয়া যাক তাদের হত্যা করতে (সূরা ২:১৯১, ৯:৫), তাদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হতে, কঠোর ব্যবহার করতে (সূরা ৯:১২৩), আর যুদ্ধ করে যেতে (সূরা ৮:৬৫)। কোরাণ শেখাচ্ছে বিধর্মীদের অপদস্ত করতে আর তাদের উপর জিজিয়া কর আরোপ করতে (সূরা ৯:২৯)। কোরাণ অন্য সকল ধর্মের অনুসারীদের কাছ থেকে ধর্মীয় স্বাধীনতার নির্যাসটুকু কেড়ে নিয়ে সোচ্চারে ঘোষণা করছে যে ইসলামই হচ্ছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম (সূরা ৩:৮৫)। এটি অবিশ্বাসীদের দোজখে নির্বাসিত করে (সূরা ৫:১০), এবং 'অপবিত্র' বলে সম্বোধন করে (সূরা ৯:২৮); মুসলিমদের ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আদেশ করে যত ক্ষণ পর্যন্ত না অন্য সকল ধর্মকে সরিয়ে ইসলামী রাজত্ব কায়েম হয় (সূরা ২:১৯৩)। কোরাণ বলছে যে শুধু ইসলামে অবিশ্বাসের কারণেই একটি মানুষ দোজখের আগুনে পুড়বে আর তাকে

সেখানে পান করতে হবে পুঁতি দুর্গন্ধ ময় পূঁজ (সূরা ১৪:১৭)। এই 'পবিত্র' গ্রন্থটি অবিশ্বাসীদের হত্যা করতে অথবা তাদের হাত পা কেটে ফেলতে প্ররোচিত করছে, দেশ থেকে আপমান করে নির্বাসিত করতে বলছে আর ভয় দেখাচ্ছে এই বলে যে- 'তাদের জন্য পরকালে অপেক্ষা করছে ভয়ানক শাস্তি' (সূরা ৫:৩৪)। আরও বলছে, 'যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক, তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে যাতে ওদের চামড়া আর পেটে যা আছে তা গলে যায়, আর ওদের পেটানোর জন্য থাকবে লোহার মুগুর' (সূরা ২২:১৯)।

কোরাণ ইহুদী এবং নাসারাদের সাথে বন্ধুত্বটুকু করতে পর্যন্ত নিষেধ করছে (সূরা ৫:৫১), এমনকি নিজের পিতা বা ভাই যদি আবিশ্বাসী হয় তাদের সাথে সম্পর্ক না রাখতে উদ্বুদ্ধ করছে (সুরা ৯:২৩, ৩:২৮)। আল্লাহ তার কোরাণে পরিস্কার করেই বলছে - আল্লা-রসুলে যাদের বিশ্বাস নেই, তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ড (সূরা ৪৮:১৩)। ইসলামে অবিশ্বাস করে কেউ মারা গেলে কঠোর ভাবে উচ্চারিত হবে - 'ধর ওকে, গলায় বেড়ি পড়াও এবং নিক্ষেপ কর জাহান্নামে আর তাকে শৃংখলিত কর সত্তুর হাত দীর্ঘ এক শৃংখলে' (সুরা ৬৯:৩০-৩৩)। মহানবী সবসময়ই আল্লাহর নামে যুদ্ধ করতে সবাইকে উৎসাহিত করেছেন সাফাই গেয়েছেন এই বলে - 'এটা আমাদের জন্য ভালই, এমনকি যদি আমাদের অপছন্দ হয় তবুও' (সুরা ২:২১৬), তারপর উপদেশ দিয়েছেন - 'কাফেরদের গর্দানে আঘাত কর' আর তারপর তাদের উপর রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবার নির্দেশের পর বলেছেন অবশিষ্টদের ভালভাবে বেঁধে ফেলতে (সুরা ৪৭:৪)। পরমকরুনাময় আল্লাহতালা এই বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন - 'কাফেরদের হৃদয়ে আমি গভীর ভীতির সঞ্চার করব' এবং বিশ্বাসীদের আদেশ করেছেন কাফেরদের কাঁধে আঘাত করতে আর হাতের সমস্ত আংগুলের ডগা ভেঙ্গে দিতে (সূরা ৮:১২)

আল্লাহ জ্বিহাদকে মুমিনদের জন্য 'আবশ্যিক' (mandatory) করেছেন আর সতর্ক করেছেন এই বলে -'তোমরা যদি সামনে না এগিয়ে আস (জ্বিহাদের জন্য) তবে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে মর্মন্তুদ শাস্তি'(সুরা ৯:৩৯)। আল্লাহ তার পেয়ারা নবীকে বলছেন, 'হে নবী, অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর আর কঠোর হও- কেননা, জাহান্নামের মত নিকৃষ্ট আবাস স্থলই হল তাদের পরিনাম' (সুরা ৯:৭৩)।

হিন্দু ধর্মকে ইসলাম থেকে কোন অর্থেই ভাল বলবার জো নেই। যে জাতিভেদ প্রথার বিষ-বাষ্প প্রায় তিন হাজার বছর ধরে কুড়ে কুড়ে ভারতকে খাচ্ছে তার প্রধান রূপকার সয়ং ঈশ্বর। মনুসংহিতা থেকে আমরা পাই- মানুষের সমৃদ্ধি কামনায় পরমেশ্বর নিজের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য, আর পা থেকে শুদ্র সৃষ্টি করেছিলেন (১:৩১)। বিশ্বাসীরা জোর গলায় বলেন, ঈশ্বরের চোখে নাকি সবাই সমান! অথচ, ব্রাহ্মণদের মাথা থেকে আর শুদ্রদের পা থেকে তৈরী করার পেছনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যটি কিন্তু বড় ই মহান! শুদ্র আর দলিত নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের প্রতি তাই 'ঈশ্বরের মাথা থেকে সৃষ্ট উঁচু জাতের' ব্রাহ্মণদের দুর্ব্যবহারের কথা সর্বজনবিদিত। সমস্ত বড়লোকের বাসায় এখনও দাস হিসেবে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের নিয়োগ দেয়া হয়। মনু বলেছেন- দাসত্বের কাজ নির্বাহ করার জন্যই বিধাতা শুদ্রদের সৃষ্টি করেছিলেন (৮:৪১৩)। এই সমস্ত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা বাসার সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে চলে যাওয়ার পর গঙ্গা-জল ছিটিয়ে গৃহকে 'পবিত্র' করা হয়। আর হবে নাই বা কেন ! তারা আবার মানুষ নাকি? তারা তো অচ্ছুৎ! শ্রী এম.সি.রাজার কথায়, 'আপনি বাড়ীতে কুকুর-বিড়ালের চাষ করতে পারেন, গো-মুত্র পান করতে পারেন, এমনকি পাপ দূর করার জন্য সারা গায়ে গোবর লেপতে পারেন, কিন্তু নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ছায়াটি পর্যন্ত আপনি মারাতে পারবেন না' ! এই হচ্ছে হিন্দু ধর্মের নৈতিকতা! এমন কি হিন্দু ধর্মের দৃষ্টিতে শুদ্রদের উপার্জিত ধন সম্পত্তি তাদের ভোগের ও অধিকার নেই। সব উপার্জিত ধন দাস-মালিকেরাই গ্রহণ করবে -এই ছিল মনুর বিধান - 'ন হি তস্যাস্তি কিঞ্চিত স্বং ভর্ত্তৃহার্যধনো হি সঃ' (৮:৪১৬)। শুদ্ররা ছিল বঞ্চণার করুনতম নিদর্শন; তাদের না ছিল নাগরিক অধিকার, না ছিল ধর্মীয় বা অর্থনৈতিক অধিকার। শুদ্রদের যাতে অন্য তিন বর্ণ থেকে আলাদা করে চেনা যায় এবং শুদ্ররা যেন প্রতিটি মুহূর্তে মনে রাখে যে তিন বর্ণের মানুষের ক্রীতদাস হয়ে সেবা করবার জন্যই তাদের জন্ম। তিন বর্ণের মানুষদের থেকে শুদ্ররা যে ভিন্নতর জীব, মনুষ্যেতর জীব তা জানানোর জন্য প্রতি মাসে মাথার সব চুল কামিয়ে ফেলবার নির্দেশ দিয়েছেন মনু (৫:১৪০)।

এই সমস্ত অমানবিকতাকে ঈশ্বরের নামে চালানোর চেষ্টা করেছে ধর্মের অনুসারীরা। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ধর্ম আসলে জিহাদ, দাসত্ব, জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, হোমোফোবিয়া, অসহিষ্ণুতা, সংখ্যালঘু নির্যাতন, নারী নির্যাতন এবং সমঅধিকার হরণের মূল চাবিকাঠি হিসেবে প্রতিটি যুগেই ব্যবহৃত হয়েছে।

আরো পড়ুন :
Dark Side of the Religion : Mukto-Mona
Why I Dislike Religion : Ten Top most reasons: Jahed Ahmed
Why I remain an Atheist: Shabnam Nadiya

ধর্ম মেনেও কিছু লোক ভালই আছে- মানবিকতা তো বিসর্জন দেয় নি ? (There are many good people despite their belief, right?)

অবশ্যই। তবে যারা ভাল এমনিতেই ভাল। ধর্ম মানার কারণে নয়। তারা ভাল কারণ তারা কমন সেনসের (common sense) চর্চা করেন, ধর্মীয় আইনের নয়। কোরাণে নির্দেশিত থাকলেও অনেক মুসলমানই আছেন যারা কাফির দেখলেই জিহাদী জোশে তাদের উপর নাঙ্গা তলোয়ার হাতে ঝাপিয়ে পড়েন না, কিংবা তাদের বন্ধুত্ব প্রত্যাখ্যান করেন না। কিংবা আনেক হিন্দুই মুসলমানের ছোঁয়া লাগলে গঙ্গাজল দিয়ে স্নান করার জন্য দৌড় লাগান না, কিংবা তার আত্মীয়াকে সহমরণে যেতে প্রলুব্ধ করেন না। মানুষের সাথে ভাল ব্যবহারের দিকগুলো আসলে আস্তিক নাস্তিক নির্বিশেষে সবাই সামাজিক শিক্ষা হিসেবে সমাজ, পরিবেশ আর অভিভাবকদের থেকে গ্রহণ করে, ধর্মগ্রন্থ থেকে নয়।

আগেই বলা হয়েছে, মানুষের সগুন বা সুবৈশিষ্ট্যের জন্য ধর্ম কখনই 'মনোপোলি ব্যবসা' দাবী করতে পারে না। সামাজিক এবং নৈতিক উন্নতির জন্য যে সমস্ত মনীষীরা এ পৃথিবীতে অবদান রেখেছেন তাঁদের একটা বিরাট অংশই ধর্মীয় নিগড় থেকে মুক্ত ছিলেন, যেমন - Elizabeth Cady Stanton, Susan B. Anthony, Charles Darwin, Margaret Sanger, Albert Einstein, Andrew Carnegie, Thomas Edison, Marie Curie, H. L. Mencken, Sigmund Freud, Bertrand Russell, Luther Burbank, Abraham T. Kovoor, Aroj Ali Matubbar,

Bidyashagar, Ahmed Shariff, Ila Mitra এবং আরো অনেকে, যাদের দ্বারা মানবতা আকণ্ঠ সমৃদ্ধ হয়েছে।

মুক্ত-মনারা সবাই কি কমিউনিস্ট ? (Are all freethikers communists?)

না, মোটেও নয়। অনেক মুক্ত-মনাই আছেন যারা কমিউনিজমের ঘোর বিরোধী। তাদের অনেকে আবার ধর্মের মতই কমিউনিজমকে ক্ষতিকর মনে করেন। তবে কিছু মুক্ত-মনা আছেন যারা বামপন্থি রাজনীতির সাথে যুক্ত, এবং দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের চর্চা করেন এবং এটিকে 'বৈজ্ঞানিক' বলে মনে করেন।

মুক্ত-মনা ওয়েবসাইটের উদ্দেশ্য মূলতঃ ফিলোসফিকাল, পলিটিকাল নয়। মুক্ত-মনা কোন রাজনৈতিক অংগসংগঠণের সাথে যুক্ত নয়, যদিও মুক্ত-মনার সদস্যরা রাজনৈতিকভাবে যথেষ্টই সচেতন।

আরো পড়ুন :
Faith, Philosophy and Dogma : Aparthib Zaman

কি ভাবে মুক্ত-মনা হওয়া যায় ? কিভাবে মুক্ত-মনাদের সাহায্য করা যায় ? (How can I support freethought?)

মুক্ত-মনা হওয়ার জন্য দরকার 'মুক্ত-মন', আর কিছুই নয়। যে কোন অন্ধ-বিশ্বাস এবং কুপমুন্ডুকতার বিরোধী হতে হবে। প্রগতিশীল চিন্তাচেতনাকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। ধর্মোন্মাদদের দ্বারা যারা সামাজিকভাবে নিগৃহীত, নির্যাতিত, তাদের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। আপনার চিন্তাধারা, মতামত ব্যক্ত করে মুক্ত-মনা ফোরামে লিখতে পারেন। আপনার লেখা মনোনীত হলে আমাদের ওয়েব-সাইটে রেখে দেওয়া হবে এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হবে।

মুক্ত-মনা ফোরামে যোগদানের জন্য কোন অর্থ লাগে না। তবে, কেউ যদি স্বেচ্ছায় সাহায্য করতে ইচ্ছুক হন, তবে নিচের লিঙ্কটি থেকে তা করতে পারেন :

http://www.mukto-mona.com/donate/

অভিজৎ রায়।
www.mukto-mona.com
Saturday, May 15, 2004